বিনা উদ্ভাবিত আমন ধানের জাতসমূহের উৎপাদন পদ্ধতি

১ : বীজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে রোদে ২-৩ ঘন্টা শুকিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে বীজ ঠান্ড করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২ : ২৪ ঘন্টা পর পানি থেকে তুলে জাক দেওয়ার পূর্বে ২৫ গ্রাম বেন্ডাজিম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ কেজি বীজ ৫-৮ মিনিট ভিজিয়ে বীজ শুধন করা প্রয়োজন। শুধনকৃত বীজ ভালভাবে জাক দিয়ে অঙ্কুর করে বপনের উপযোগী করতে হবে।

৩ : ১.৫ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট বেড, দুই বেডের মধ্যে ৫০ সে.মি. প্রস্থ এবং ২৫ সে.মি. গভির বিশিষ্ট নালা তৈরী করে বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে।

৪ : সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য দুই বেডের মধ্যবর্তী নালায় সর্বদায় পানি রাখা প্রয়োজন।

৫ : **সবুজ পাতা ফড়িং** এবং **বাদামী গাছ ফড়িং** প্রতিরোধের জন্য বীজ বপনের ১২ দিন এবং ১৯দিন পর বীজতলায় ২ (দুই) বার **স্পেলেনডর ৮০ ডব্লিউডিজি (৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানি)** প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

৬ : বিনাধান-১৬ এবং বিনাধান-১৭ এর ভাল ফলনের জন্য জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহে বীজ তলায় বীজ বপন করে আগস্ট মাসের ১ম সপ্তাহে রোপন করা প্রয়োজন।

৭ : জলাবদ্ধ অর্থাৎ ১০ সেন্টিমিটারের বেশি পানি জমে থাকে এমন জমি বিনাধান-১১, বিনাধান-১৬ এবং বিনাধান-১৭ এর চাষের জন্য বেশি উপযোগী নয়। জলাবদ্ধতায় কুশির সংখ্যা, গাছের বৃদ্ধি এবং ফলন কম হয় বিধায় এমন জমি নির্বাচন না করায় ভাল ।

৮ : বিঘা প্রতি ১২ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি, ১০ কেজি জিপসাম এবং দস্তা ১ কেজি জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে ২২ (বাইশ) দিনের বয়সের চারা রোপন করা ।

৯ : সারি হতে সারির দুরত্ব ২০ সে.মি. এবং প্রতি সারিতে ২০ সে.মি. দুরত্বে গুছি রোপন করা।

১০ : প্রতি ৮ (আট) সারির পর লোগো ব্যাবহার করা।

১১ : রোপনের ৭ (সাত) দিনের মাধ্যে পার্চিং স্থাপন করা ।

১২ : রোপনের ১০ দিন, ২০ দিন এবং ৩০ দিন পর মোট ০৩ (তিন) কিস্তিতে ৭ কেজি করে সর্বমোট ২১ কেজি ইউরিয়া সার বিঘা প্রতি প্রয়োগ করা । তাছাড়া রোপনের ২০ দিন ০৫ (পাঁচ) কেজি এমওপি ব্যবহার।

১৩ : **টুংরো রোগ** এবং ধানের **পাতা মাছি পোকা** প্রতিরোধের জন্য রোপনের ১৫ দিন এবং ২৫ দিন পর ০২ (দুই) বার **স্পেলেনডর ৮০ ডব্লিউডিজি (৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানি)** প্রয়োগ করা।

১৪ : **মাজরা পোকা** দমনের জন্য রোপনের ২০ দিন এবং ফুল আসার ২-৩ দিন পূর্বে **মর্টার ৪৮ ইসি (২০ এমএল প্রতি ১০ লিটার পানি) অথবা মারশাল ২০ ইসি (৩০ এমএল / ১০ লিটার পানি)** প্রয়োগ করা।

১৫ : **বিএলবি** এবং **ব্লাস্ট** রোগ প্রতিরোধের জন্য কাইচ থোর অবস্থায় **নেকসুমিন ৫৪ ডব্লিউপি** (১৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানি) প্রয়োগ করা ।

১৬ : এ ছাড়া ধানের উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

Scanned with CamScanner